মামা ভাগ্নীর

॥ গুপ্ত প্রেম ॥

জনপ্রিয় বহু ছড়া প্রণেতা

কবি—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দমদম্, কলিকাতা-২৮

আর, সি, নং—১৩৭ মূল্য দশ পয়সা

—: কবিতা আরম্ভ :—

শুনেন সবে ভাই সকলে করি নিবেদন,
মামা ভাগ্নীর প্রেমের কথা শুনেন দিয়া মন।
জেলা বর্দ্ধমানে ২ সেই স্থানে আছে একজন,
রমেশ দত্ত নামটি তাহার শুনুন সর্ব্বজন।
তাহার একটি কন্যা ২ হয় সেয়ানা না মতে মলিনা,
তাহার রূপের জৌলস দেখলে পরে হয়ে যাবেন ধন্যা।
বয়স তার হবে ষোল ২ দেখতে ভাল মুখের গঠন,
সুগন্ধি তৈল দিয়া করত চুলের যত্ন।
পড়ে ক্লাস নাইনে ২ সবাই জানে হয়নি তার বিয়ে,
স্কুলে যাইত সে যে ঘড়ি হাতে দিয়ে।
তাহার রূপের গুণে ২ মজল প্রাণে তার আপন মামা,
নামটি তাহার নরেশবাবু সবার আছে জানা।
বয়স হবে পচিশ ২ কিংবা ছাব্বিশ ইহার বেশী নয়,
চাকুরী করিতেন তিনি তেলের কারখানায়।
থাকত দিদির বাড়ী ২ জানতে পারি আরত কেহ নাই.
বিবাহ করেনি সেত আপনাদের জানাই।
তার যৌবন ডাকে ২ পড়ল পাকে মলিনা ভাগ্নী.
কবি বলে এমন প্রেমের কথা কোনদিন শুনিনি।
একদিন মলিনাকে ২ বলে আজিকে টকী দেখতে যাই,
মামার কথা শুনে তখন সিনেমায় গেল তাই।
গেল টকী দেখতে ২ অনেক রাত্রে আসিল ফিরিয়া,
মেয়ের পিতায় দেখে কিন্তু মন গেল ঘুরিয়া।

দেখে দুইজনে ২ খুসী মনে ঘুরিয়া বেড়ায়,
রেষ্টুরেন্টে ঢুকে তারা চপ কাটলেই খায়।
নরেশ মলিনার সাথে ২ খেতে খেতে বলে যে তাহাকে,
প্রেমের মালা পরাইতে চাই আজ তোমাকে।
তখন মলিনা কয় ২ আজ নয় আর কিছুদিন পরে,
ইচ্ছা করে যাব আমি তোমার ঐ ঘরে।
তখন নরেশ বলে ২ আজ তাহলে মিলাও হাতে হাত,
ভালবাসার মিলন যেন থাকে তোমার সাথে।
তখন এই বলিয়া ২ হাতে মিলাইয়া করিল চুম্বন,
আনন্দেতে দুইজনেতে বাড়ী যায় তখন।
গেল বাড়ীতে ২ দুইজনেতে দেখে রমেশবাবু,
দেখে তাদের ডাক দিল হয়ে গেল কাবু।
বলে নরেশেরে ২ আর তোমারে দেখতে নাহি চাই,
ধমক দিয়ে নরেশেরে বিদায় দিল তাই।
নরেশ লজ্জাতে ২ মলিনার সাথে কথা নাহি বলে,
আস্তে আস্তে বিদায় নিয়া বাড়ী হতে চলে।
নরেশ বিদায় নিল ২ চলে গেল বাড়ীর বাহির হইয়া,
কারখানার ধারে থাকে ঘর ভাড়া দিয়া।
একদিন মলিনাকে ২ মনের দুঃখে পত্র লিখে দিল,
পত্র পেয়ে মলিনা ভাগ্নী তাহার কাছে গেল।
গেল চুপি ২ দিয়ে ফাকি পিতাকে তাহার,
স্কুলের নাম করিয়া তখন হল ঘরের বার।

গেলো তাহার কাছে ২ বলতে আছে মনের বারতা,
পিতামাতার গোপনেতে এলাম আমি হেথা
জানিনা কতদিনে ২ তব সনে হয়ে যে মিলন
পিতা কিন্তু মোদের উপর রেগে উচাটন।
বলে মনের কথা ২ আজকে সেথা দুইজনে বসিয়া,
পিতা তাহার ছুটে এল ঘরে না দেখিয়া।
দেখে নরেশ মলিনা ২ দুইজনা রয়েছে বসিয়া,
ইহা দেখে মলিনাকে নেয় বাহির করিয়া।
চুলের মুঠি ধরে ২ চক্ষু দুটি লাল হইয়া গেল,
বাড়ী নিয়ে মলিনাকে মারধর করিল।
তারে ঘরের ভিতরে ২ রাখে ভবে বার হতে না দেয়,
গোপনেতে মলিনার জন্য বিয়ে ঠিক করে।
হল বিয়ের কথা ২ বলি হেথা শুনেন বন্ধুগণ,
হুগলী জিলা কোন্নগরে সুরেন্দ্রনাথ নামে ছিল একজন
তাহার এক পুত্র ছিল মাত্র আরত কেহ নাই,
বি, এ. পাশ করে শেষে চাকরী করে ভাই।
নাম তার নীলমনি ২ দেখতে জানি রাজপুত্রের আকার
চালচলন ছিল ভাইরে ভদ্র ব্যবহার
তার পিতা তারে সোহাগ করে বিয়ে দিয়ে দিল
মলিনা সুন্দরী কন্যা ঘরেতে আনিল।
মলিনা কথা কয়না ২ ধারে যায় না রয়না তাহার কাছে
নিরুপায় হয়ে নিলমনি বলে পিতার কাছে।.

পিতায় ডাক দিল ২ কাছে গেল বলে বউ,মা,
কি কারণে ছেলের সাথে কথা বল না।
বলে বাড়ী যাব ২ দেখা করব পিতামাতার সনে,
একা ঘরে মন টিকেনা থাকিগে এখানে।
তখন ছেলেকে দিয়ে ২ বউ পাঠিয়ে দিব বাপের বাড়ী
তারা তাড়াতাড়ি ধরিল যে বর্দ্ধমানের গাড়ী।
গেল বাপের বাড়ী ২ তাড়াতাড়ি অন্দর মহলে গেল,
পিতার চরণে দুইজনে প্রণাম করিল।
তখন শ্বশুর বলে ২ আজ তাহলে থাক আমার বাড়ী
কয়েকদিন থেকে তুমি বাড়ী যেও ফিরি।
শ্বশুরের কথা মতন ২ থাকে তখন কিছুদিন ধরিয়া,
মলিনা ভাবে নরেশের কাছে যাব কি করিয়া।
তখন চিন্তা করে ২ দিল তারে পত্র পাঠাইয়া,
গোপনেতে দেখা করে যাও এখানে আসিয়া।
মলিনার পত্র পেয়ে ২ আসছে ধেয়ে নরেশ তখন,
গোপনেতে মলিনার সাথে দিল দরশন।
তখন মলিনা বলে ২ যাব চলে তোমার সঙ্গে আমি,
এই জীবনে অন্য জনে করতে চাইনা স্বামী।
নরেশ বলে তারে ২ কেমন করে এমন কাজ হয়,
আপন স্বামী থাকতে ঘরে ইহা উচিত নয়।
মলিনা চিন্তা করে বলে তারে ২ একটি কাজ কর,
গোপনেতে কিছু বিষ যোগাও সত্বর।

আমি বিষ দিয়া ২ প্রাণে মারিয়া দিব যে তাহাকে,
এ সংসারের বুক হতে দিব যমের মুখে।
এই কথা শুনে ২ মঙ্গল প্রাণে ইহা মন্দ নয়,
এর স্বামীকে মারতে পারলে মলিনা আমার হয়।
তখন শীঘ্র করে ২ যায় বাজারে বিষ কিনিয়া নেয়,
তাড়াতাড়ি যেয়ে বিষ মলিনার হাতে দেয়।
মলিনা বিষ পেয়ে ২ রাখে গিয়ে ঘরে লুকাইয়ে,
মনে ভাবে কি করে মারব বিষ খাওয়াইয়ে।
যায় রান্না ঘরে ২ মন ভরে পাক করিয়া নিল,
রান্না শেষে স্বামী ও পিতাকে খেতে বসতে দিল।
এখন চিন্তা করে ২ কেমনে দিব আমি বিষ,
ভেবে চিন্তে দিল যখন দুধের সঙ্গে মিশ।
খাওয়া হলে পরে ২ দিব তারে এই করিছে স্থির,
দুধের বাটী হাতে দিয়ে হয়ে যাব বাহির।
খাওয়া শেষ হইল ২ হাতে দিল দুধের বাটিখানি,
জামাই শ্বশুরের সাথে কথায় ২ দুধ খেয়ে নিল তখনি
খাওয়া শেষ করিয়া ২ উঠতে যাইয়া ঢলে ঢলে পড়ে,
বিষেতে অঙ্গ তাহার জর্জ্জরিত করে।
শ্বশুর বলল ২ কি হইল এমন কেন কর,
জামাই বলে মরে যাই বিষেতে অন্তর।
শ্বশুর তাড়িতাড়ি ২ ডাক্তার বাড়ী গেল দৌড়াইয়া,
ডাক্তার নিয়া অতি সত্বর আসিল ফিরিয়া।

দেখে ডাক্তারবাবু ২ হল কাবু শিরাটি ধরিয়া,
বলে খাওয়ার সাথে বিষ তারে দিয়াছে মিশাইয়া।
ডাক্তারের কথা শুনিয়া যায় পালিয়ে পিছন দরজা দিয়া
নরেশের সঙ্গে গেল দেশ যে ছাড়িয়া।
জামাই বিষের জ্বালায় ২ নীল হয়ে যায় কি বলিব আ
কালসাপিনী কলঙ্কিনী বলে বারে বার।
বলে কি কারণে ২ মন সনে বাদ সাধিলে তুমি,
এই কি তোমার মনের ইচ্ছা ছিল কলঙ্কিনী।
অঙ্গ জ্বলে যায় ২ হায়রে হায় কি করিব আমি,
মৃত্যুকালে মোর পিতারে না দেখিলাম অন্তর্যামী।
তখন এই বলিয়া ২ চীৎকার দিয়া মারিয়া যে গেল,
শ্বশুর মেয়ে জামাইয়েরে ধরিয়া বসিল।
বলে কালসাপিনী ২ কালনাগিনী স্বামীকে বিধিলি,
পিতাকে তার জীবন ভরে কলঙ্ক রাখিলি।
থানায় খবর গেল ২ দারোগা আসিল পুলিশ সঙ্গে নিয়া
লাসের সাথে শ্বশুরকে এক সঙ্গে দিল চালান দিয়া।
কিছুদিন পরে ২ ধরা পড়ে কলকাতা সহরে,
হাওয়া খেতে ছিলেন তারা বালিগঞ্জ লেকের পারে।
ঘরে দুজনারে ২ বন্ধন করে দিল হাজত ঘরে,
পরদিন বিচার হল জুরিগণ সঙ্গে করে।
হাকিম বিচার করে ২ মলিনারে যাবজ্জীবন,
কারাদণ্ড হয়ে থাকবে মৃত্যুর কারণ।

আর নরেশেরে ২ বিচার করে ২০ বৎসর জেলে,
প্রেমের নেশায় কেন তুমি তাহার যুক্তি নিলে।
তারপর শ্বশুরের ২ বিচার করে আপনি জেনে শুনে,
বিয়ে কেন দিলেন আপনি অন্য ছেলের সনে।
শুধু এই কারণে আপনার জন্যে দিলেম ১৮ মাস,
জেলের মধ্যে থেকে আপনি করুন কিছুদিন বাস।
বিচার হয়ে গেল ২ নিয়ে চল আমার বইখানি,
১০ নয়ার বিনিময়ে জানবে প্রেমের এই কাহিনী।

মামী ভাগ্নার গান

গুণের ভাগ্নারে তুই ভাল তোর মামা ভাল না—
ভাগ্নার হাতে মোহন বাঁশী ভাগ্না সেই বাঁশী বাজায়,
আবার দক্ষিণা বাতাসে বাঁশী মামী মামী কয়।
মামী যায় জল আনিতে যমুনাবী ঘাটে,
আবার কদম তলে বসে ভাগ্না মামীর আচল ধরে টানে
মামী যায় স্নান করিতে ভাগ্না পিছে পিছে যায়,
কিছুদূরে গিয়ে ভাগ্না মামীর আঁচল ধরে টানে
ভাগ্নায় যায় মাছ ধরিতে মামী খালই নিয়ে যায়,
আবার কিছু দূরে গিয়ে ভাগ্না মামীর গালে চুমা খায়,
ভাগ্না যায় গাই দুয়াতে মামী বাছুর ধরতে যায়।
আবার গাইয়ের বাটে দুধ না পাইয়া,
ভাগ্না তাইরে নারে না—